ঝিনাইদহে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গণমিছিল

কোটা আন্দোলনকে ঘিরে গণহত্যা, গণগ্রেপ্তার, গুম, খুন ও হামলার প্রতিবাদে এবং বিচারের দাবিতে ঝিনাইদহে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ছাত্র জনতার গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২জুলাই) জুমার নামাজের পর কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে শহীদ মিনারের পাশ থেকে এই গণমিছিল শুরু হয়ে শহরের পায়রা চত্তর ঘুরে মুজিব চত্তরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্যদিয়ে এই গণমিছিল শেষ করে।

এসময় বিএনপি পন্থী আইনজীবী পরিষদের নেতারা আনোদলানকারীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে ঝিনাইদহ বার কাউন্সিলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. জাকারিয়া মিলন, এ্যাড. বদিউজ্জামানসহ কয়েকজন বক্তব্য রাখেন।

গণমিছিলে বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও সাধারণ অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। গণমিছিল শেষে সমন্বয়কারীদের মধ্যে শারমিন সুলতান ও হুসাইন বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা বলেন আমরা ঝিনাইদহে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের কর্মসূচী পালন করে আসছি। শারমিন আক্তার বলেন এই স্বৈরাচার সরকার এই গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রকে কিভাবে এই অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে পরিনত করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা সেটা হতে দেবনা। আমরা এই রাষ্ট্রকে আবার মুক্তিযোদ্ধার চেতনায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি এবং বুকের রক্ত দিয়ে হলেও আমাদের নয় দফা বাস্তবায়ন করে এই দেশকে এইটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিনত করবো, কোন ষড়যন্ত্রে কাজ হবেনা। তাদের বাদী আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিনের কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে বলেও তারা জানান। এসময় কোন অপ্রিতিকর ঘটনা এড়াতে শহরে পুলিশ সতর্ক পাহারায় ছিল।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান জানান আমরা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের কর্মসূচী পালনের সুযোগ দিয়েছি কোন অপ্রিতিকর ঘটনা ঘটালে আমরা তাদের উপরে চড়াও হতাম সেটা হয়নি। গণতান্ত্রিক অধিকার আছে তারা মিছিল করতেই পারে তবে সেটা শান্তিপূর্ণভাবে হতে হবে। এসময় সদর সার্কেলের এএসপি ইমরান

জাকারিয়া, ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহীন উদ্দীনসহ অন্যান কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা রিজিয়া আক্তার চৌধুরী ও একজন নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের মহেশপুরে ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর থেকে ফেন্সিডিলসহ জিয়া হোসেন (৪৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব-৬।

আজ বৃহস্পতিবার ভোররাতে মহেশপুর উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রাম থেকে ওই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। আটককৃত জিয়া ওই গ্রামের মৃত আফছার বিশ্বাসের ছেলে।

র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মেজর নাঈম আহমেদ জানান, মহেশপুর উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামে মাদক ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় ঝিনাইদহ র্যাবের একটি অভিযানিক দল। সেসময় অন্যরা পালিয়ে গেলেও আটক করা হয় ওই গ্রামের জিয়া উদ্দিনকে। পরে তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ২’শ ৮১ বোতল ফেন্সিডিল।

এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে র্যাবের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে আসামীকে মহেশপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহের ঘোড়শাল ইউনিয়নে ইউমেন সেন্টারের উদ্বোধন

দু:স্থ ও অসহায় নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঝিনাইদহে উইমেন সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে সদর উপজেলার ঘোড়শাল ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে নব-নির্মিত এ সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন ঘোড়শাল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পারভেজ মাসুদ লিল্টন, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিউটন বাইন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইউনিয়নের সচিব প্রতাপ আদিত্য বিশ্বাস। পরে নারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ইউমেন সেন্টারে ২০ টি সেলাই মেশিন প্রদাণ করা হয়। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল’র অর্থায়নে নির্মিত নারিকেলবাড়িয়া গণগ্রন্থাগারের উদ্বোধন করা হয়।

ঝিনাইদহে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের বাধা !

ঝিনাইদহে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের “মার্চ ফর জাস্টিস” কর্মসূচীতে পুলিশের বাধার শিকার হয়েছে।

আজ বুধবার (৩১ জুলাই) দুপুর আড়াইটার দিকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ভিআইপি রোড দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে আদালতের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে এসময় এলজিইডি পিছনের দিকে পৌছালে পুলিশ তাদের বাধা দেয়।

পরে পুলিশের সাথে আধা ঘন্টা ব্যাপি আন্দোলনকারীদের তর্ক-বির্তক হয়। অবশেষে পুলিশের বাধায় তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। তবে আন্দোলন কারীবা একটু পিছনে গিয়ে তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শণ করেণ এবং তাদের নয় দফা দাবি সম্বলিত বক্তব্য পেশ করেণ এছাড়া বৃহস্পতিবারের কর্মসূচী ঘোষণা করেণ।

এসময় সমন্বয়কারীদের মধ্যে তানভীর রহমান, হুসাইন. শারমিন সুলতান, রত্না উপস্থিত ছিলেন। আন্দোলনকারীরা জানান আগামীকাল সকাল ১০টা থেকে শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচীসহ তাদের বাদী আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে।

এসময় পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান, সদর সার্কেলের এএসপি ইমরান জাকারিয়া, ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহীন উদ্দীন এবং ডিবি, ডিএসবিসহ পুলিশের সকল শাখার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে সকাল থেকে পুলিশ শহরে ছিল সতর্ক অবস্থায় ছিল রাস্তায় চেককপোষ্ট, কোর্টের সামনে একজন মেজিষ্ট্রেটের সমন্বয়ে এক প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছিল।

ঝিনাইদহে সরকারি পুকুরে মাছ অবমুক্তকরণ!

সারাদেশে শুরু হয়েছে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ। ‘ভরবো মাছে মোদের দেশ, গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ’ এ শ্লোগানে ৩০ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সারাদেশে এ মৎস্য সপ্তাহ উৎযাপন করা হবে। এ উপলক্ষে সারাদেশের ন্যায় ঝিনাইদহেও নেওয়া হয়েছে নানা কর্মসূচী। তবে উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণের কথা থাকলেও সরকারি পুকুরে করা হয়েছে মাছের পোনা অবমুক্তকরন। এ ঘটনায় ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে।

জানা যায়, সপ্তাহ উপলক্ষে বুধবার সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। র্যালী শেষে সদর উপজেলা পরিষদের পুকুরে বিভিন্ন সাইজের ৬০ কেজি মাছের পোনা

অবমুক্ত করেন অতিথিরা।

সচেতন মহল বলছেন, পাছের পোনা অবমুক্ত করতে হবে উন্মুক্ত কোন জলাশয়ে। সেটা না করে সদর উপজেলার পুকুরে মাছ ছাড়া হলো। এর সুবিধা পাবে সরকারি কর্মকর্তারা। যা মোটেও কাম্য নয়।

ঝিনাইদহ কৃষি ও মৎস্য খামারের স্বত্তাধীকারী মিজানুর রহমান বলেন, অবমুক্তকরণ বলতে বোঝায় উন্মুক্ত জলাশয়ে। এর আগে আমরা দেখেছি নবগঙ্গা নদীতে মাছের পোনা অবমুক্ত করতে। কিন্তু এবার করা হলে উপজেলা পুকুরে। এই মাছ উপজেলা প্রশাসন ছাড়া কেউ ধরতে পারবে না। মাছের পোনা নদীতে ছাড়লে নদী পাড়ের বাসিন্দা, জেলে পরিবার সেই মাছগুলো ধরতে পারত। কিন্তু উপজেলার পুকুরে ছাড়া মানে তা সরকারি কর্মকর্তাদের পেটে যাওয়া।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মৎস্যজীবি বলেন, আমাদের জন্য মাছ না ছেড়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য সরকারি পুকুরে মাছ ছেড়েছে। যা সম্পুর্ন অনিয়ম।

এ ব্যাপারে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও উদাপন কমিটির সদস্য সচিব ফরহাদুর রেজা বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ করার নিয়ম আছে। আগে নদীতে পোনা অবমুক্ত করা হতো এবার কেন হলো না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ওটাও করা হবে। বরাদ্ধ পেলে নদীতেও অবমুক্ত করা হবে।

ঝিনাইদহে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত

“ভরবো মাছে মোদের দেশ, গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ” এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৪ উপলক্ষে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্য্যক্রম বিষয়ে বর্ণাঢ্য র্যালী, পুকুরে পোনামাছ অবমুক্ত ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ বুধবার (৩১ জুলাই) সকালে পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর প্রাঙ্গন থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালী শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সদর উপজেলা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

সেসময় উপজেলা পুকুরে ৬০ কেজি পোনামাছ অবমুক্তকরা হয়। পরে সদর উপজেলা সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম।
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মাসুম, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, জেলা মৎস্য অফিসার ফরহাদুর রেজা, উপজেলা মৎস্য অফিসার গোলাম সরোয়ার, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুল হাই, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বর্ষা হিজরা, প্রমূখ। উল্লেখ্য, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ৩০ জুলাই থেকে ০৫ আগস্ট পর্যন্ত চলবে।

কোটচাঁদপুরে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে ১১ দিনেও মামলা নথিভুক্ত হয়নি

পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর থানায় এজাহার করার ১১ দিন পার হয়ে গেলে ও মামলা নথিভুক্ত হয়নি আজও। এদিকে মাটি কেটে বিক্রি করা অব্যহত রেখেছেন মাটি ব্যবসায়ীরা। বিষয়টি নিয়ে জনমনে এখন প্রশ্ন কে বড় মাটি ব্যবসায়ী না প্রশাসন।

কোটচাঁদপুরের দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন বলেন, উপজেলার ভোমরা ডাঙ্গা – চুয়াডাঙ্গা বাজারের পাশের হারুন অর রশিদের পুকুর ও সোয়াদি গ্রামের আনিসুর রহমানের পুকুর থেকে মাটি ব্যবসায়ীরা মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিল।

বিষয়টি নিয়ে তাদের বেশ কয়েক বার সর্তক করার পরও তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করা অব্যহত রেখেছিল। এ কারনে গেল ২১ জুলাই পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর থানায় পৃথক দুইটি এজাহার করা হয়েছে। এজাহারে আসামি করা হয়েছে তেঘরি গ্রামের পুকুর মালিক হারুন অর রশিদ, মাটি কাটার সহযোগী আব্দুর রহিম, শাহিন হোসেন, সাইফুল ইসলাম, কায়দার আলী, আব্দার আলী, সোয়াদি গ্রামের পুকুর মালিক আনিসুন রহমান, সহযোগী

পারভেজ হোসেন ও মনা বিশ্বাস।

তিনি বলেন,থানায় এজাহার করার ১০ দিন পার হয়ে গেলেও আজও নথিভুক্ত হয়নি এজাহার দুইটি। তবে এজাহারটি কেন নথিভুক্ত হয়নি সেটা আমার জানা নাই।

তিনি আরো বলেন, আমি থানায় এজাহার দিয়ে তাঁর রিসিভ কপি নিয়ে এসেছি। এজাহার করার পরও মাটি কেটে বিক্রি করছেন এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমার মনে হয় থানার সঙ্গে তাদের কোন চুক্তি আছে। তা না হলে তারা মাটি কাটার সাহস কোথা থেকে পান প্রশ্ন ওই কর্তার মনেও।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যেও একই প্রশ্ন দেখা দিয়েছেন। তারা জানতে চান কে বড় মাটি ব্যবসায়ী না প্রশাসন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন,মাসের শেষের দিকে মামলা নথিভুক্ত করলে একটু চাপ পড়ে যায় আমাদের। কারন নতুন যতগুলো মামলা নথিভুক্ত করা হবে, ততোগুলো মামলা শেষ করতে হয়। এ কারনে মামলা নথিভুক্ত করা হয়নি। আগামী মাসের ১ তারিখে এ মামলাটি নথিভূক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,মাটি কাটার বিষয়টি নিয়ে থানায় সংশ্লিষ্ট নায়েব এজাহার করেছেন। আপনারা ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন।

ঝিনাইদহে স্বর্ণ ছিনতাইয়ের চেষ্টা, মালিক আটক

ঝিনাইদহে পাচারের সময় অবৈধ স্বর্ণ ছিনতাইয়ের চেষ্টা চলছিল, সেসময় ছিনতাইকারীদের পিটুনিতে আহত অবৈধ স্বর্ণর বহনকারী। পরে সেই স্বর্ণ জব্দ করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয় স্বর্ণের মালিককে। মঙ্গলবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শহরের র্স্বনকার পট্টির গিনি হাউজের

কর্মচারী মিঠুন একটি কুরিয়ার সার্ভিস থেকে একটি কার্টুন নিয়ে দোকানে ফিরছিলো। পথে কেসি কলেজ গলিতে পৌঁছালে ৬ জন ছিনতাইকারী ওই কার্টুন ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। কর্মচারী মিঠুনকে পিটিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টার সময় ঝিনাইদহ সদর থানার এক এস আই সেখানে পৌঁছিয়ে মিঠুনকে উদ্ধার করে। পুলিশ দেখে মোটর সাইকেল যোগে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। পরে পুলিশ এসে ওই কার্টুন খুলে উদ্ধার করে ১৮১ ভরি স্বর্ণালংকার। সঠিক কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ওই স্বর্ণালংকার জব্দ ও গিনি হাউজের মালিক অনিমেষ মজুমদারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

ঝিনাইদহ সদর থানার এস আই জিয়া বলেন, আমি এসে দেখি মিঠুনকে মারধর করে কার্টুনটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি এসে তাদের আটক করার চেষ্টা করি। স্থানীয়রা কেউ এগিয়ে না আসায় ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়। পরে আমি আমার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবহিত করি।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মীর আবিদুর রহমান বলেন, দুটি ঘটনা ঘটেছে। একটি ছিনতাইয়ের আর অন্যটি সোনা পাচার। আমরা ছিনতাইকারীদের আটকের চেষ্টা করছি। আর যেহেতু কুরিয়ার সার্ভিসে করে সোনা আনা হচ্ছিলো তাই আমরা র্স্বণালংকার জব্দ করেছি। এর মালিক অনিমেষ মজুমদারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ১ হাজার বাস ও ট্রাক শ্রমিকের মাঝে পৌর মেয়রের আর্থিক সহায়তা প্রদান

দেশব্যাপী চলমান কারফিউ পরিস্থিতির মধ্যে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারনে সাধারণ শ্রমিকদের দৈনন্দিন আয় রোজগার সাময়িক স্থবির থাকাতে ১হাজার বাস ও ট্রাক শ্রমিকের মাঝে ঝিনাইদহ পৌর মেয়র কাইয়ুম শাহারিযর জাহেদী হিজল নিজ উদ্যোগে নগদ অর্থ সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

ঝিনাইদহ আরাপপুরের নবগঙ্গা তীরে নিজ বাড়ীতে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় পৌর মেয়র ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাহেদী ফাউন্ডেশনের প্রধান সমন্বয়ক তবীবুর রহমান লাবু, পাগলা কানাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাঈদ বিশ্বাসসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এ ব্যাপারে পৌর মেয়র হিজল গণমাধ্যমকে বলেন, দেশব্যাপী সমসাময়িক কারফিউ পরিস্থিতিতে যানবাহন বন্ধ থাকার কারনে সাধারণ শ্রমিক ভাইদের আয় রোজগার বন্ধ হয়ে যায় তারই ধারাবাহিকতায় অস্বচ্ছল ১হাজার জন শ্রমিক ভাইদের হাতে সামান্য কিছু নগদ অর্থ তুলে দিয়ে পাশে থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। তিনি আরও বলেন, যেকোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে শ্রমিক ভাইদের পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেণ।

এ ব্যাপারে সাধারণ শ্রমিকরা বলেন, দেশের এমন পরিস্থিতিতে যানবাহন বন্ধ থাকায় তাদের আয় রোজগার বন্ধ হয়ে যায় এমতাবস্থায় পৌর মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল নিজ উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে অর্থিক সহায়তা প্রদান করায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেণ এবং সবসময় তাদের পাশে থাকার প্রত্যাশা জানিয়েছেন।

হরিণাকুণ্ডুতে শিক্ষা অফিসের হিসাবরক্ষক দিয়ে নিয়োগ বোর্ড বসালেন মাদ্রাসা কমিটি

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার গাড়াবাড়িয়া সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসায় বড় অংকের ঘুষের বিনিময়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের পরিবর্তে অফিসের হিসাবরক্ষক কাম অফিস সহকারীকে দিয়ে বিধি বহির্র্ভূত ভাবে ইবতেদায়ী প্রধান শিক্ষক এবং কম্পিউটর ল্যাব সহকারী নিয়োগের বোর্ড বসানোর অভিযোগ উঠেছে।

গত শুক্রবার (২৬ জুলাই) সকাল নয়টায় অতি গোপনে নিজ মাদ্রাসায় এই নিয়োগ বোর্ড বসান প্রতিষ্ঠানের সুপার আব্দুল আলিম। এই নিয়োগ

নিয়ে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ এবং নিয়োগের বিপরিতে রয়েছে মামলাও তবে কোন বিষয় তোয়ক্কা না করে ২০লক্ষ টাকার বিনিময়ে দেশের এই কারফিউ পরিস্থিতির মধ্যেও নিয়োগ বোর্ড বসালেন মাদ্রাসা সুপার।

মাদ্রাসার নিয়োগ প্রত্যাশি দুজন ভুক্তভোগীর মধ্যে আফরিন জাহান নামে একজন এই পাতানো নিয়োগ বন্ধের দাবী জানিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট আবেদন করেছে। এই আবেদনে তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠান একাধিকবার নিয়োগের সার্কাকুলার দিয়েছে, আমি ল্যাব সহকারী পদে চাকুরীর জন্য প্রথমবার আবেদন করেছি, কিন্তু আমাকে কিছু না জানিয়ে এবং পরীক্ষার প্রবেশপত্র ইস্যু না করে টাকার বিনিময়ে সম্পুর্ণ বিধি বহির্ভূত ভাবে এবং গোপনে নিয়োগ বোর্ড বসিয়েছেন, তদন্ত সাপেক্ষে আমি এই অবৈধ নিয়োগ বোর্ড বাতিল এবং এই ঘুষখোর নিয়োগ কমিটির বিচার দাবি করছি।

আরও জানা যায়, প্রতিষ্ঠানের দাতা সদস্য আসাদুল ইসলাম, ২০ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে গোপনে দেশের অপচলিত পত্রিকায় প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার কারণে হরিণাকুণ্ডু নির্বাহী অফিসারের নিকট লিখিত আবেদন করেন । আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্বাহী অফিসার উভয় পক্ষকে ডেকে একটি সমঝতা করে দেন। এরপর আবার ষড়যন্ত্র করে গোপনে ১০অক্টেবর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিলে দাতা সদস্য আদালতে মামলা করেণ, যার নং ১৫/২৩, মামলাটি চলমান রয়েছে। এই অবস্থায় আবার তৃতীয়বার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কমিটির কয়েকজনকে নিয়ে গোপনে মিটিং করে টাকা ভাগাভাগির মাধ্যমে গত ১৯ জুলাই সবত্র শাট ডাউনের মধ্যে নিযোগ বোর্ড বসানোর চেষ্টা করে। বিষয়টি জানাজানি হলে তা আর সম্ভব হয়নি। পরে একই কায়দায় গত ২৬ জুলাই মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা পরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী রাজিয়া সুলতানার উপস্থিতিতে নিয়োগ বোর্ড বসান।

সেখানে বিধি মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের উপস্থিত বাধ্যতামূলক থাকলেও তার পরিবর্তে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের হিসাবরক্ষক মোঃ ফিরোজ আহমেদ প্রতিনিধিত্ব করেণ যা সম্পুর্ণ অবৈধ। এবিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারী বলেন, আমার প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ বোর্ডে হিসাবরক্ষকে পাঠিয়েছি, তবে রেজুলেশনে আমি স্বক্ষর করবো। তাকে প্রতিনিধি পাঠানোর নিয়ম আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন ডিসি সাহেব প্রতিনিধি পাঠালে হবে, আমি পাঠালে হবে না কেন? এবিষয়ে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারই মন্ত্রনালয়ে প্রতিনিধি

ওনাকে স্বশরীরে নিয়োগ বোর্ডে উপস্থিত থাকতে হবে ওনি কাউকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাতে পারেন না, পাঠালে নিয়োগ বোর্ড হবেনা। নিয়োগ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের সুপারেন্টটেন্ড মোঃ আব্দুল আলিম বলেন আমরা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যারা নিয়োগ বোর্ডে আসছেন তাদের দিয়েই বোর্ড গঠন করা হয়েছে। সঠিক হয়েছে কিনা ওনারা ভাল জানেন। মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে বলেন কোর্টের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। ঘুষ নেওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে যান তিনি। এছাড়াও সুপারের বিরুদ্ধে ক্যাশবুক লেখায় অনিয়ম, ছাত্রছাত্রীদের বেতন আদায়, শিক্ষকদের ভাতা প্রদান, কৃষি জমির আয়, অনুদান, সঠিক ভাবে ব্যাংক হিসাবে জমা না দিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে হাতে রেখে খরচ করার অভিযোগও রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের সভাপতি টুলু মন্সীকে বার বার ফোন দিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় বেশ চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। এঅবস্থায় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি বন্ধ করে স্বচ্ছতার সাথে বিধিমোতাবেক নিয়োগের আবেদন জানান এলাকাবাসী।